

222

TRANSLATION
OF
PARADISE AND THE
PERI.

BY
THOMAS MOORE.

পরী ও স্বর্গোদ্যানের উপাখ্যান।
(অনুবাদিত)

CALCUTTA :

PRINTED BY J. G. CHATTERJEE & CO.
No. 10 Bow-Bazar Street.

1861

PARADISE AND THE PERL.

পরী ও স্বর্গোদ্যানের উপাখ্যান ।



এক দিন পরী এক প্রভাত সময়ে ।
দাঁড়াইল দেবোদ্যান দ্বারে শূন্য হয়ে ॥
অন্তরে স্রোত বহে কল কল শ্রুতি ।
যন্ত্র মিলি বাজে হেন ভাবে পরী শুনি ॥
তালোকে উজ্জ্বল স্থল কিবা তার প্রভা ।
দ্বার ছিদ্ৰ দিয়া পরী পক্ষে পড়ে আভা ॥
মনে মনে ভাবে সেই হয়ে বিবাদিত ।
হেন সুখস্থান হতে আশ্রয় বঞ্চিত ॥

মর্ম্মকথা ব্যক্ত করি শেষে পরী কয় ।
হায়! কত সুখী যারা এখানেতে রয় ॥

(ক)

প্রস্তুটিত পুষ্পগণ রয়েছে প্রচুর ।
 অনর্থক চিরস্থায়ী গন্ধ ভুর ভুর ॥
 সচিব তুলিয়া ধর উদ্যান আমার ।
 তারাগণ শোভে যেন পুষ্পের আকার ।
 স্বর্গের কলিক; এক ভেজে জিনে যবে ।
 এর সঙ্গে তা সবার তুলনা কি হবে ।
 কাশ্মীর নেশোতে সিন্ধু হ্রদ মনোহর ।
 প্রভাকর করে বটে দেখিতে স্নান ॥
 মধো মধো আরো তায় বক্ষয় স্থল ।
 প্রতিবিন পতি শোভে অমল কমল ॥
 গিরি শৃঙ্গ হতে বারি হতেছে পাতন ।
 অতিশয় নিরমল উজ্জ্বল বরণ ॥
 তা হতে উপলভি পুনঃ কত স্রোতস্বতী ।
 স্বর্ণগর্তা নিম্নদিকে করিতেছে গতি ॥
 কিন্তু হায় ! সে সকল কিছু কিছু নয় ।
 স্বর্গের সহিত তার তুলনা কি হয় ॥
 ব্রহ্মাও খুঁজিয়া যদি করহ ভ্রমণ ।
 চন্দ্র সূর্যালোক আর এহ তারাগণ ॥

সকল স্থানের সুখ এক টাঁই আন।
 অনন্ত গুণেতে যদি কর পরিমাণ।
 সে সকল একত্রেতে করিলে যোজনা।
 মুহূর্ত্তেক স্বর্গ সুখ না হয় তুলনা ॥
 এইরূপে পরী যত লাগিল কহিতে।
 উদ্যানের দ্বারী আর নারিল রহিতে ॥
 গুনিয়া তাহার খেদ নিকটে আইল।
 দুঃখের কথায় বড় দয়া উপজিল ॥
 না পারে রাখিতে তার চক্ষে পড়ে জল
 নীলকণ্ঠেতে যেন বারি টল মল ॥
 হৃদমন্দ স্বরে দ্বারী পরী প্রতি কয়।
 তব দুঃখ নিবারণে আছরে উপায় ॥
 জানি আমি নিদ্ধারিত শাস্ত্রের লিখন।
 পরীর দুর্ভৃতি দোষ করিতে খণ্ডন ॥
 এই দ্বারে হেন বস্তু দিবে উপহার।
 স্বর্গ প্রিয় বস্তু নাহি তুলনা যাহার ॥
 খুঁজে পেতে দেখ যদি হেন ধন পাও।
 তবে কেন স্বর্গ সুখ হেলায় হারাও ॥

গুনিয়া তাহার বানী পরী স্মৃতিমতি ।
 শূন্যপরে পক্ষ ভরে বেগে করে গতি ॥
 নীলবর্ণ আকাশ ভেদিয়া পরী যায় ।
 ধূমকেতুগণ মেন স্থানদিকে দায় ॥
 কিম্বা যত ভ্রম ছোটে তারায় তীর ।
 স্বর্গ দূত শরাসন হইয়া বাহির ॥
 যে শর অদর চর ছাড়ে তার প্রতি ।
 সুরপুরে উঠে যেই দানব দৃশ্যতি ॥
 তা হতে দুরিত পরী করি আগমন ।
 শূন্যভরে পৃথিবী করিছে পধাটন ॥
 সুদৃশ্য অতীব শোভা ধরেছে ঘননী ।
 সমুদিত উষাকাল বিগত য'নিমী ॥
 কিন্তু হায় কোন স্থানে দেবযোনি মাবে ।
 দেবলোকে দেবে হেন দ্রব্য কোথা পাবে ॥
 কহে পরী জানি স্থান সেথা যদি যাই ।
 হীরক মুকুতা আদি কত ধন পাই ॥
 হেন দ্বীপ উপদ্বীপ জানি কত নত ।
 সৌরভেতে আয়োদিত শোভা নানা মত ॥

অ'রব দক্ষিণে জা'নি গভীর সাগর ।
 বিস্তারিত জলনিধি দেখিতে সুন্দর ॥
 এ সকল হতে মম কি কাখ্য হইবে ।
 এ সব লইলে স্বর্গে কি কল দর্শিবে ॥

এত ভাবি পঙ্কভরে চলিল অরিত ।
 ভারত ভূমিতে আসি হল উপনীত ॥
 বহে বন্দ মন্দ বাত জুড়ায় শরীর ।
 বপু বিস্তারিয়া আছে সাগর গভীর ॥
 বধো মধ্যে আছে তার দ্বীপ বহুতর ।
 প্রবাল রচিত আর সুন্দর পাতর ॥
 পর্বতের কিবা শোভা তপন তাপেতে ।
 গন্ধর পুণিত সব আছে হীরকেতে ॥
 ক্ষুদ্রতর নদীগণ বহিতেছে তার ।
 রাশি রাশি স্বর্ণ যার স্রোতে পাওয়া যায় ॥
 রম্যস্থান আছে কত চন্দনের বন ।
 অতি মনোহর স্থান হয়ে লয় মন ॥
 কিন্তু হায় ! কি আবার দেখি বিপরীত ।
 নদীর বহিছে স্রোত শোণিতে পুরিত ॥

সুরমৌরভ কুঞ্জবন ছিল তথা যত ।
 পচা গন্ধে সে সবার গন্ধ করে হত ॥
 বেধেছে বিষম তুল হয়েছে সমর ।
 হত দেহ গান্ধি গান্ধি ধরনি উপর ॥
 বিগল কুসুম দল গন্ধে আনোদিত ।
 মন্দ গন্ধ বায়ু যোগে হতেছে মিশ্রিত ॥
 হে ভূমি কি হেতু তুনি হয়েছে এমন ।
 কে এসেছে কোথা হতে কে করেছে রণ ॥
 ভেঙ্গেছে প্রাচীর খর দেবের আলয় ।
 দেবতার ধন দেব মূর্তি নাহি রয় ॥
 রাজগণে দেশ হতে দিয়েছে তাড়িয়ে ।
 রত্ন সিংহাসন খালী রয়েছে পড়িয়ে ॥
 এ দুর্দশা করিয়াছে গিজ্জনি অধিপতি ।*
 ঐ যে আসিছে দেখি ক্রোধভরে অতি ॥
 ভারত পায়ের নীচে মায় মাড়াইয়ে ।
 চারি দিকে ডালকুন্ত বেড়ায় তাড়িয়ে ॥
 তাহাদের গলদেশে দোলে মতি হার ।
 কাড়িয়া লয়েছে বুঝি কোন ললনার ॥

কোমল প্রকৃতি যত নারী শুদ্ধমতি ।
 তা সবার দুরাচার করেছে দুর্গতি ॥
 ব্রাহ্মণ গণেরে যত দেবালয়ে বরি ।
 গুমরে চলিয়া যায় সবে হত্যা করি ॥
 সুরূপ চিক্কণ যত দেবের মহলে ।

ভাঙ্গি চূর্ণ করি সব ফেলে নদীজলে ॥
 ক্ষণেক থাকিয়া পরী দেখে নিম্নভাগে ।
 বীরবেশধারী এক যুব! আছে আগে ॥
 একক দাঁড়িয়ে বীর নির্ভয় শরীর ।
 ভগ্ন খড়্গা হাতে আর অবশিষ্ট তীর ॥
 সর্বদা ক্রোধের মাখা তাপিত হৃদয় ।
 নিজ গৃহ সন্নিহিতে নদীতীরে রয় ॥

জয়ী কহে দেখ সব করিয়াছি জয় ।
 দিলাম জীবন দান নাহি আর ভয় ॥
 নিস্তক হইয়া বীর সেখানে রহিল ।
 নদীর স্রোতের দিকে নির্দেশ করিল ॥
 শ্বেতবর্ণ ছাড়ি তার লোহিত বরণ ।
 স্বদেশীয় নর রক্তে হয়েছে এমন ॥

অবশেষে নিক্ষেপ করিল নিজ বাণ ।

দুরাত্মা রাজার দিকে করিয়া সন্ধান ॥

করে ছিল সুসন্ধান তবু ব্যর্থ হল ।

রাজ্যে জীবিত রয় যুবক পড়িল ॥

শূন্যে থাকি দেখে পরী যাহা কিছু হয় ।

রণশেষ প্রতীক্ষা করিয়া তথা রয় ॥

যখন সকলে দেখে গিয়েছে চলিয়ে ।

একাকী বীরের দেহ রয়েছে পড়িয়ে ॥

ব্যক্তি নাহিয়া পরী যায় তার কাছে ।

দেখে ওষ্ঠাগত প্রাণ বীর পড়ে আছে ॥

প্রাণ ছাড়িবার আগে তাহার শোণিত ।

হাতেতে তুলিয়া ধনি লইল দ্বরিত ॥

উল্লাসিত পরী তবে উড়িল আকাশে ।

যেন আশা পূর্ণ হয় বিধুমুখী ভাবে ॥

পেরেছি যে উপহার স্বর্গে ডালি দিব ।

মন সাথে মিটাইব উদ্যানে পশিব ॥

যুদ্ধ ভূমে রক্তপাত সর্বদা দূষিত ।

এ যুদ্ধ সে রূপ নয় হয় বিপরীত ॥

স্বাধীনতা হেতু অস্ত্র যে করে ধারণ ।
 পবিত্র শোণিত তার সফল জীবন ॥
 স্বর্গে প্রিয় বস্তু এই হইবে নিশ্চয় ।
 এ লয়ে ঘাইতে স্বর্গে উপযুক্ত হয় ॥
 পৃথিবীর মধ্যে যদি থাকে বস্তু সার ।
 ইহাই সবার শ্রেষ্ঠ নাহি কিছু আর ॥

এতেক চিন্তিয়া পরী লয়ে উপহারে ।
 উপস্থিত হল গিয়ে স্বর্গের দুয়ারে ॥
 দ্বারের অপ্সরা হস্তে করে সমর্পণ ।
 দেখিয়া সে পরি প্রতি কহিল বচন ॥
 আনিয়াছ দিবা এই বস্তু মনোহর ।
 ধন্য-দেহ দেশ হেতু করিলে সমর ॥
 কিন্তু দেখ কি করিব না নড়ে দুয়ার ।
 এ হতে উত্তম বস্তু আন কিছু আর ॥
 এ হতে পবিত্রতর আন যদি মন ।
 স্বর্গের উদ্যানে তবে করিলে গমন ॥

পরীর প্রথম আশা ব্যর্থ যদি হয় ।
 হৃদয়ে উদয় দুঃখ হল অতিশয় ॥

এবারে আফ্রিক দিকে চলে ক্রমাগত ।
 দক্ষিণ দিকেতে চন্দ্রগিরিতে আগত ॥
 যেখানে বহিছে এক মহা স্রোতস্বতী ।
 মিশর দেশের মধ্যে দিয়ে যার গতি ॥
 যাহার উপত্য জ্ঞান বিরল প্রদেশে ।
 না দেখে সূর্যের মুখ আছে নোর বেশে ॥
 নাইল নামেতে নদী যাহার তীরেতে ।
 জলদেব গণ ক্রীড়া করে চতুর্ভিতে ॥
 সেই জলে নামি স্নান করি সমাপন ।
 পবিত্র হইল গাত্র করিয়া মার্জ্জন ॥
 সেখান হইতে ক্রমে যাইছে চলিয়ে ।
 মিশর দেশেতে পরে উত্তরিল গিয়ে ॥
 কি সুন্দর রম্য স্থান বন উপবন ।
 কিবা শোভা মনোলোভা তাল তরুগণ ॥
 কত শত অট্টালিকা সমাধির স্থান ।
 কীর্ত্তি স্তম্ভ আছে কত রাজার নির্মাণ ॥
 কোথাও বা উপত্যকা পরিষ্কার স্থান ।
 পক্ষী মত রত মত করিতেছে গান ॥

কোন খানে চরে নিশাচর পক্ষিগণ ।
 তাদের পক্ষেতে শোভে শশির কিরণ ॥
 নিস্তব্ধ সে স্থান তার। করিতেছে রব ।
 সরোবর তীরে কত করিছে উৎসব ॥
 অতিশয় রম্য সেই স্থান মনোলোভা ।
 কভু কোন নরে নাহি হেরেছে সে শোভা ॥
 ফলে ফুলে সুশোভিত বৃক্ষগণ যত ।
 সুধাংশু অংশুতে তার শোভা বাড়ে কত ॥
 সারি সারি খেজুরের গাছ মনোহর ।
 বাতাসের ভরে মাথা নাড়িছে সুন্দর ॥
 মরি তাহে কিবা শোভা নেত্র সুখকর ।
 যুবতী ললনা যেন নিদ্রায় কাতর ॥
 ঢুল ঢুল করে আঁখি স্থির নহে শির ।
 শয্যায় যাইতে অতি হয়েছে অস্থির ॥
 কমলিনী বিষাদিনী বিমলিনী বেশ ।
 নত শিরে সরোবরে করেন প্রবেশ ॥
 সুন্দর আপন রূপ করিতে বর্জন ।
 স্নান হেতু সরোবরীয়ে হলেন মগন ॥

বাড়িবে রূপের কান্তি এই মনে আশ ।
 হাসি হাসি প্রিয় মনে হবেন প্রকাশ ॥
 অট্টালিকা মনোহর দেবের আলয় ।
 তান্নি চূর্ণ হয়ে তার চিহ্ন যাত্র রয় ॥
 নির্জল সকল স্থান জন প্রাণী নাই ।
 টিটিভের শব্দ শুধু শুনিবারে পাই ॥
 মধ্যে মধ্যে মেঘ ছায়া ঢাকে শশধরে ।
 ক্ষণেক সকল স্থান অন্ধকার করে ॥
 আলোক হইলে পরে পুন দেখা যায় ।
 ভগ্ন স্তম্ভোপরে পক্ষী বসিয়া তথায় ॥
 নানা রঙ্গে বিভূষিত পাখা শোভে তার ।
 নিস্তব্ধ বসিয়া একা সঙ্গী নাহি আর ॥
 এ হেন আশ্চর্য্য কভু কেহ নাহি জানে ।
 দুর্দশা এতেক হবে হেন রম্য স্থানে ॥
 কুতান্ত আসিয়া হেথা করে মহামার ।
 বিকল বিপাক আর রক্ষা নাহি কার ॥
 হইয়া দুর্ভিক্ষ বায়ু করে সঞ্চারণ ।
 বে জন পরশে তার অবশ্ট মরণ ॥

কিবা মরুভূমে তুণ্ড বাসুক। নিকর ।
 তা হতে অধিক এই বায়ু ভয়ঙ্কর ॥
 যেমন সাইমুম * বাত যেখানেতে রয় ।
 বৃক্ষলতা শুক হয় জীবন না রয় ॥
 সেই রূপ এই বায়ু যায় সেই খানে ।
 সেখানে মানুষ আর নাহি বাঁচে প্রাণে ॥
 পূর্বে এই স্থানে তাম্র হলে প্রকাশিত ।
 আলোকে সকল লোক হত উল্লাসিত ॥
 সবে ছিল পুলকিত আরোগ্য শরীরে ।
 সে কাল এখন নাই গেছে সব ফিরে ॥
 সেই খানে সূর্য্য এবে হয়েছে উদয় ।
 কে তাহে হইবে তুণ্ড কেহ নাহি রয় ॥
 রাশি রাশি ব্রাহ্মি মড়া যেখানে সেখানে ।
 পড়িয়া রয়েছে সব কেবা কারে জানে ॥
 নিশিতে শশির জ্যোতি নিপতিত হয় ।
 হেরিলে সে স্থান হয় দুখের উদয় ॥
 শকুনি গৃধ্রীণীগণ দেখে আচম্বিত ।
 আশ্চর্য্য মানিয়ে তারা হয় চমকিত ॥

* Simoom,

শৃগাল কুকুরগণ ভ্রমিছে তথায় ।
 নগরের পথ দিয়ে সুখে চলে যায় ॥
 নাহি জানি কত দুঃখ পায় সেই হায় ! ।
 খোর রাত্রে এরা যার সম্মুখেতে যায় ॥
 মুনুর্খু হইয়া একে পড়ে আছে রোগে ।
 যাতনা দ্বিগুণ বাড়ে ভয়ের সংযোগে ॥
 এসব দেখিয়া পরী মনে নাহি সুখ ।
 বচনে প্রকাশি কহে মানবের দুখ ॥
 একেবারে সুখ হারা কেন নরগণ ।
 এখনো তো আছে বহু সুখের কারণ ॥
 কিন্তু হায় কি হবে সে ককট * দুরন্ত ।
 লেজে ঢাকি সমুদায় করিয়াছে অন্ত ॥
 বলিতে বলিতে তিতে নয়নের নীরে ।
 বিমল, উজ্জ্বল জল ধরে ধীরে ধীরে ॥
 অমনি তখনি সেই স্থানে সমীরণ ।
 পরিষ্কার হয়ে মন্দ করে সমীরণ ॥
 অপক্লান্ত শক্তি ধরে সে চক্ষের জল ।
 সেই হেতু সদাগতি হইল নির্মল ॥

আহা কি আশ্চর্য্য দয়া আমারি আমারি ।
 মানুষের খেদে কঁাদে বিমান বিহারী ॥
 দেখিতে দেখিতে পরী করে দরশন ।
 কতিপয় নেবু বৃক্ষ পূর্ণ এক বন ॥
 ফলিয়াছে ফল সব মুকুল ধরেছে ।
 হৃদু বন্দ সমীরণ তাহে বহিতেছে ॥
 এক স্থানে ফলে ফুলে দোলে বায়ুভরে ।
 বালক বৃদ্ধেতে মিলি যেন ক্রীড়া করে ॥
 হেথা সর্বোবর তীরে গাছের তলায় ।
 কাতর ক্রন্দন পরী শুনিবারে পায় ॥
 নির্জনে গোপনে এক নর তথা গেছে ।
 মর মর প্রায় হত্যা অপেক্ষায় আছে ॥
 হায় ! সুস্থ শরীরেতে ছিল এ বধন ।
 কত কামিনীর মন করেছে হরণ ॥
 এখন দেখনা যেন অভাগার প্রায় ।
 যেন কছু কেহ ভাল না বাসিত তার ॥
 আমর সময় তবু একা পড়ে আছে ।
 কেবা তার লোকে কঁাদে কেবা আছে কাছে

এক বার চেয়ে দেখে নাহি হেন জন ।
 হৃদে হতাশন তাপ কে করে বারণ ॥
 কে হেন ব্যথার ব্যথী আছে এ সময় ।
 সরোবর নীরে সেই আঙুন নিবার ॥
 হেন স্বর নাহি, যাহা বহু দিন চেনে ।
 অহেতে বিদায় দেয় বিলাপ বচনে ॥
 অন্য ক্ষণে যবে যবে যাই রব রয় ।
 দুরহিত যন্ত্র ধনি সম বোধ হয় ॥
 সুকোমল যে স্বর বিদায় দেয় তার ।
 ভব পারাবার ধারে সেই জন যায় ॥
 যে আত্মা সংসারে সুখ নাহি পায় আর ।
 অজ্ঞাত অন্ধারে তরী ভাসাবে এবার ॥
 দুর্ভাগ্য যুবক! সছে মরণ ঘটনা ।
 ভাবিয়া বিদায় এক পাইল সান্ত্বনা ॥
 বাহারে বাসিত ভাল বহু দিন হতে ।
 যার সনে প্রেম পাশে বাঁধা বিধিযতে ॥
 ভাবে সেই ধনি অতি নিরাপদে রয় ।
 এ ঘোর নিশীথ বাতে নাহি কিছু হয় ॥

পিতৃ অটালিকা মাঝে আছে সে রমণী।

জলাকর শীত বায়ু যে স্থান গামিনী॥

অমিয়া ভারত ভূমে চন্দনের বন।

নির্মল হইয়া করে তাহারে বাজন॥

কিন্তু দেখ! ঐ কেবা আসে ধীরে২।

দুর্গম দারুণ কুঞ্জ অব্বেষণ করে॥

বুঝি স্বাস্থ্য দেবী সখি করেছে প্রেরণ।

গোলাবের গণ্ড তার হেন লগ্ন মন॥

অতি দূরে ছিল তবু দেখিয়া তাহারে।

শশির আলোকে যুবা চিনিকারে পারে॥

প্রণয়িনী আসিতেছে ভাবে মনে মনে।

হইয়াছি প্রেম পাশে বদ্ধ যার মনে॥

যুবার সহিত তার এতেক প্রণয়।

মরণে নিশ্চয় তার সহন্যতা হয়॥

ধরকি যতেক ধন দিলে পরে তারে।

তবুতো সে প্রিয় সঙ্গ ছাড়িতে না পারে॥

আসি ধনি কর যুগে যুবারে ধরিল।

আলিঙ্গন করি নিজ কোলে তুলি নিল॥

প্রেমাবেশে প্রাণ নাথে তুলিয়া তখন ।
 বিবর্ণ গণ্ডিতে গণ্ডি করে সমর্পণ ॥
 পরেতে মাথার বেণী আপনি এলায় ।
 সরোবর নীরে তাহা তখনি ভিজায় ॥
 শিরঃ পীড়া হেতু যুবা সম্ভাপিত ছিল ।
 আর্দ্র কেশ সমতনে মাথে বাঁধি দিল ॥
 একবার মনে যুবা না তাবে এখন ।
 নিকটে শয়ন আসে যোর দরশন ॥
 অতি সুখময় বটে এই আলিঙ্গন ।
 ছাড়িয়া ঘাইতে হবে না হয় বারণ ॥
 নিজ কর আছে ধনি প্রসারিত করি ।
 শয়ন করিয়া যুবা তাহার উপরি ॥
 যেমন অমর শিশু স্বর্গে থাকি হায় ।
 দোলনে তুলিয়া তথা সুখে নিদ্রা যায় ॥
 কণেক থাকিয়া দেখে নাহিক সেরূপ ।
 যুবার আকৃতি সব হতেছে বিরূপ ॥
 অস্থির হইয়া শির করে সঞ্চালন ।
 প্রিয়সীর দিকে হতে কিরার আশ্রয় ॥

যেন তার অধরেতে আছে হলাহল ।
 সে হেতু ফিরায় মুখ হইয়া বিকল ॥
 প্রেমেরে সুন্দরী তার হয় সম্মুখীন ।
 পূর্ব ভাব ছাড়ি এবে হয়ে লজ্জা হীন ॥
 এখন সে কাল নাই, লজ্জা ছিল যবে ।
 মতনে সাধিলে মুখ ফিরাইত তবে ॥
 হতাশ হইয়া হায় এবে কহে ধনি ।
 আমারে বিমুখ কেন হলে গুণমণি ॥
 ওহে প্রাণনাথ তুমি ফিরাও আনন ।
 তোমার যে শ্বাস বায়ু করিব সেবন ॥
 যার কিবা থাকে প্রাণ উড়য় সগান ।
 ও বায়ু মজল মম জেন ওহে প্রাণ ॥
 হৃদয় বিদরী যদি দিলেহে শোণিত ।
 তব যাতনার কিছু হয় হে বিহিত ॥
 প্রাণনাথ দিতে তাহা তার মম নয় ।
 মুহূর্ত্তেক গিরঃ পীড়া শান্তি যদি হয় ॥
 এখন বিমুখ কেন হলে হে প্রাণেশ ।
 বড় যে বাসিতে ভাল কি করিলে শেষ ॥

যেখানে রহিবে তুমি রব তব সনে ।
 বাঁচিলে বাঁচিব যাব সহিত মরণে ॥
 যাহার এ ধরাতলে সব অঙ্গকার ।
 আলোক কেবল তুমি তুমি যাত্র সার ॥
 তোমা বিহনেতে বল কেমনে সে জন ।
 তিমিরে আবৃতে কাল করিবে যাপন ॥
 তুমি প্রাণ তোমা ছাড়ি সহিব যাতনা ।
 এমন কখন প্রভু হবে না হবে না ॥
 শাখা হতে পত্র যথা বহির্গত হয় ।
 শাখার বিনাশে পত্র কতু নাহি রয় ॥
 কির কির প্রাণনাথ দেখিহে তোমারে ।
 যতক্ষণ আছে প্রাণ আমার অন্তরে ॥
 এখনো অধর রম আছে হে শীতল ।
 স্পর্শ কর ফলবাধি না হয় বিকল ॥
 বলিতে বলিতে ধনি হইল অরল ।
 জ্ঞান হারা মুখাইল শরীরের রস ॥
 সেমন প্রদীপ নেবে এঁদো সোঁতো ঘরে
 কি যথা স্থান বাড় বহে বেগ ভরে ॥

সেই রূপ যুবকের বিষম নিশ্বাস ।
 ধনির নয়ন প্রভা করিল বিনাশ ॥
 দারুণ যাতনা সহে শ্বাস টানে ক্রেশে ।
 যুবতীর-প্রাণ প্রাণ ছাড়ে অবশেষে ॥
 এদৃশ্য দেখিয়া ধনি যেন উন্মাদিনী ।
 প্রাণেশে চুরিয়া প্রাণ তাজিল আপনি ॥

মহানিদ্ৰা যাও পরী বসিল তখন ।
 হৃদ্যভাবে করে যাব নিশ্বাস হরণ ॥
 যে নিশ্বাস প্রাণ পাখী করিয়ে পতন ।
 যতনে বিদায় নাগি করেছে গমন ॥
 এমন নির্মল শ্বাস নারী কোন জন ।
 কভু কি হৃদয় নানো করেছে ধারণ ॥
 পরী কহে থাক কয়ে নিদ্রার বগন ।
 হৃদয় স্বপন সুখে কর নিরীক্ষণ ॥
 যে সুগন্ধ গন্ধবহ অতি মনোমৌলি ।
 বেষ্টন করিয়া থাকে সে পাখীর চিত্ত ॥
 আপনার হৃদয়গান আপনি গোয়ায় ।
 সঙ্গীত সুগন্ধ মাঝে ঘর প্রাণ যায় ॥

শ্রেষ্ঠতর তা হতে যে বায়ু মন্দগতি ।
 বিজ্ঞান করহ করি তার মাঝে স্থিতি ॥
 এত বলি সে সুন্দরী কুৎসার করিল ।
 যত্নে নাই হেন বায়ু সে স্থান ঘেরিল ॥
 উজ্জ্বল কুঞ্চিত পাখা নাড়া দিল আর ।
 তখনি অপূর্ণ শোভা হইল বিস্তার ॥
 সে শোভা ও দুই দেহে হইতে পতন ।
 অপরূপ জ্যোতি দোঁহে করিল ধারণ ॥
 আহা কি সুন্দর শোভা কাননের মাজ ।
 জ্ঞান হয় গিরা বার দুই ঝাঝিরাজ ॥
 বিচারের দিন যেন উদয় হয়েছে ।
 সেই হেতু গোর হতে তাদের এনেছে ॥
 পরীর হয়েছে শোভা বড়ই অমৃত ।
 যেন দোঁহা হিতকারী কোন স্বর্গদূত ॥
 যে অবাধ দুই আত্মা জাগ্রত না হয় ।
 সাবধান লয় পাছে থাকে কোন ভয় ॥
 সুবেশী প্রভাত হেথা গগনে উদয় ।
 রেখেছে বদন লাজে কিবা শোভা তার ॥

পবিত্র প্রেমেতে প্রাণ যে দেছে আছতি ।
 তার মহামূল্য স্বাস নিরে শীত্ৰগতি ॥
 উঠিল আকাশে পরী মনে বড় আশা ।
 স্বৰ্গ সুখ লাভ হবে করিয়ে ভরসা ॥
 দ্রুত গিয়ে দ্বারীহাতে ডালি লয়ে দিল ।
 ঈশ্বর হাসিয়া দ্বারী পরীরে দেখিল ॥
 শুনিবারে পায় পরী উদ্যান ভিতর ।
 মরুত হিল্লোলে দোলে যত তরুণর ॥
 তাহাতে উদয় কিনা লক্ষ মনোহার ।
 যেন নানা যন্ত্র মিলি বাজে হৃদয় ॥
 দেখে কত পান পাত অতি প্রেমে মন ।
 উজ্জ্বল হারকান্দয় দেখিতে উন্মত্ত ॥
 সুবিশল সরোবর তীরে থরে পারে ।
 রহিয়াছে সেই স্থান যেন আনন্দকরে ॥
 তার তটে দেখে কত দেবদল আর ।
 নানা মতে সেখানেতে কণ্ঠে বিহার ॥
 পরীর যতক আশা ব্যর্থ হনো হার ।
 এখনো উদ্যানে নাহি প্রবেশিতে পার ॥

দূরদূর এখনো না ত্যজিল ইহাশে ।
 না নড়ে দুয়ার নাহি প্রবেশিতে পারে ॥
 দারী অতি দুঃখ চিতে রুদ্ধ করি দ্বার ।
 পরে পরী সন্ধ্যাবিয়া কহে কিছু আর ॥
 অতি সাধু এ নারী বটে অতি ভাল ।
 এর নাম অর্গে দীপ্ত রবে চিরকাল ॥
 উজ্জ্বল বরণে নাম লিখিত রহিবে ।
 স্বর্গদূতগণ তাহা সকলে পড়িবে ॥
 কিন্তু দেখ কি করিব না নড়ে দুয়ার ।
 এ হতে উত্তম বস্ত্র আন কিছু আর ॥
 এ হতে পবিত্র-তর আন যদি ধন ।
 স্বর্গের উদ্যানে তবে করিবে গমন ॥
 হোথায় সুরিয়া দেশ অতি রম্যস্থান ।
 গোলাবের ফলে বস্ত্র শোভিত উদ্যান ॥
 বৈকালেতে প্রভাকর কর শান্ত করি ।
 বিজ্ঞান করেন হেখা হৃদুভাব ধরি ॥
 সূর্য্যদেব ও মেন গৌরব প্রকাশি ।
 পবিত্র লিখন * শূদ্রে উপনীত আসি ॥

হেমন্তের অধিষ্ঠান যার শির দেশ ।
 তুমারে আরত সব আঁতি শুভবেশ ॥
 পদ তল নিয় ভ্রমে নিদাঘ উদয় ।
 নান্য জাতি পুষ্পগন্ধ প্রস্ফুটিত হয় ॥
 মনোলোভা সেই স্থান শোভাকর হতি ।
 উল্লেখ থাকি যদি কোভ দেখে তার প্রতি ॥
 জাতি রম্যস্থান তথা হইতে দেখায় ।
 নিয় বেশে বকমক করে মনোমায় ॥
 সুন্দর উদ্যান কত জগৎ মনোমায় ।
 নিরমল জল যার তরঙ্গল বরষা ॥
 ধারে ধারে কলবতী তরঙ্গল বরষা ॥
 ফুটি তরঙ্গজ কল কলিয়াছে কত ॥
 তা সবার কিবা বস কাঞ্চন স্বরূপ ।
 রবির কিরণ যথা, আর বাড়ে রূপ ॥
 পুরাতন দেবালয় ভাঙ্গি পড়ি যায় ।
 টিক্ টিকি কত তার প্রাচীরে বেড়ায় ॥
 চিক্ চিক্ করে গাত্র তরঙ্গ ভমিছে ।
 আলোক পাইয়ে যেন স্ফূর্তি হইয়াছে ॥
 (ন)

ঝাঁকে ঝাঁকে পারাবত পর্কত উপর ।
 পক্ষ ভরে বসে উড়ি দেখিতে সুন্দর ॥
 রোহিত রবির কর ভইয়ে পতিত ।
 পক্ষ সব নানা বর্ণে হতেছে শোভিত ॥
 যেন মধো মধো সব নানা মণি সাজে ।
 কিম্বা যেন লক্স-ধনু আকাশের মাজে ॥
 নানাবিধ ধ্বনি হেথা আসিতেছে সব ।
 ক্রমবধি বংশী নন্য মণিকার রব ॥
 জরডান - নদীর তীর পুষ্প বন দিয়ে ।
 বুল বুল পাখীতে পূর্ণ কানন ভেদিয়ে ॥

এত হেরি পরীর নাহিক মনে সুখ ।
 শ্রান্ত অতিশয় মরমেতে পায় দুখ ॥
 নিরানন্দ হয়ে ধনী সূর্য্যপানে চায় ।
 দেখে দিনমণি আসি উদিত তথায় ॥
 যথা পূর্বে ছিল তাঁর মন্দির স্থাপিত ।
 এবে জন শূন্য, নানা স্তম্ভে নিরমিত ॥
 তা হতে ভূতলে ছায়া নিপতিত হয় ।
 স্তম্ভ যেন ষড়ি সম করেছে সময় ॥

কাল গত হইতেছে যাইবারে জানা :

যেন সেই ইহা বুঝি করেছে রচনা ॥

ভাবে পরী মনে মনে ওখানেতে যাই।

অভীষ্ট লাভের তত্ত্ব যদি কিছু পাই ॥

কোন বস্তু পাই মন দোষ খণ্ডিবারে।

দেখি গিয়ে কিবা আছে দেবের আগারে ॥

বথা সনমন * রূপে স্মরণ কারে :

অক্ষর অঙ্কিত আছে প্রকরে লিখন ।

লিখন যতেক পাঠ করিয়, দেখিব।

কোথ, স্বপ্নলাভ হেতু রতন পাইব ॥

চন্দ্রলোকে আর্হে কিবা; সাগর ভিতরে :

ধরাতলে আছে কিবা; উপরে স্থানান্তরে ॥

আশায় ভরসা করি অহলাদিত অতি।

সেই দিকে ফিরি পরী বেগে করে গতি ॥

এখনো অ'কাশ যেন কুথে হানিতেছে।

পশ্চিম দিকেতে আভা ভাল শোভিতেছে

পতিত রবির কর যত কুণ্ডলনে :

আলো করিতেছে সব স্মরণ বরণে ॥

হেরিয়ে এ সব পরী ধীরে ধীরে যায় ।
 উপত্যকা ভূমি এক দেখিবারে পায় ॥
 সুখেতে বালক এক খেলিছে সেখানে ।
 চৌদিকে ফুটেছে ফুল আছে মধ্য স্থানে ॥
 ক্রীড়া ছলে নিজ হস্ত করিয়া বিস্তার ।
 ধরিছে নক্ষিকা যত করিছে বিহার ॥
 তাহাদের রূপ অতি অপরূপ হয় ।।
 যেন পক্ষ যুক্ত পুষ্প উড়িয়া বেড়ায় ॥
 কিয়া যেন মণি চুনি যত জ্বরত ।
 পক্ষভরে উড়ি শোভা করে নানা মত ॥
 ক্রীড়ায় হইয়ে ক্রান্ত বালক কখন ।
 কুসুমের মাঝে তথা করিল শয়ন ॥
 আইল মানব এক অতি শ্রান্ত কায় ।
 অশ্ব হতে অবতীর্ণ হইল তথায় ॥
 হয়েছিল অতিশয় তৃষ্ণায় কাতর ।
 জল পান হেতু শীঘ্র গেল সরোবর ॥
 অকস্মাৎ সে পাবও মুখ ফিরাইতে ।
 নির্ভয়ে বালক বসি দেখে এক ভিতে ॥

সন্ধ্যাপি ও 'এ' হতে অধিক দূরতায় ।
 অবশিষ্টে বস্তু নাহি জন্মিবারে আর ।
 --বিকট আকার তার লগাট টাঁঙ্গা ।
 যেন বজ্র মেঘ নিলি ঘোর দরঙ্গন ॥
 নিবা চক্ষু শব্দ তার লগাটেতে দেখে
 কত শত কুকর্মের চিহ্ন একে একে ॥
 জাতিগুল খাইয়াছে কত রসমণ্ডি ।
 নষ্ট করিয়াছে কত দেবের মন্দির ॥
 অপথ করিয়া কত করেছে চান্দুরা ।
 ঘরে তাকি কারো বুক নাতিয়াছে দুর্নী ।
 এ সকল লিখিত রয়েছে ধরে গনে ।
 কাল কপে নিরজিত কম্পাল উপরে ॥
 তথাপি এখন সেই পাপাত্মার মম ।
 দেখি অতি শাস্ত তান করিল ধারণ ॥
 বুঝি বৈকুণ্ঠের দেখি কোমল প্রকৃতি ।
 মনেতে ভাবিয়া তাই হল স্থির মতি ॥
 শয়ন করিয়া এবে করে দরশন ।
 সুপুরু বালক যথা করিছে ক্রীড়ন ॥

মিট মিট করি দুই চক্রেতে তাকায় ।
 বালকের চকু জ্যোতি কিবা শোভা পায় ।
 যেমন প্রদীপ নিজ আলোক বিস্তারি ।
 নিশিতে কুৎসিৎ স্থানে হয় দীপ্তি করী ॥
 প্রভাত হইলে পোয়ে দিননাথ জ্যোতি ।
 না থাকে সেরূপ হয় তেজহীম অতি ॥
 ক্রমে যান দিনমণি অন্তাচল বাসে ।
 সন্ধ্যা উপাসনা শব্দ উঠিল আকাশে ॥
 আহা মরি কিবা রব অতি মমোহর ।
 সুসন্দ সমীর সহ শুনিতে সুন্দর ॥
 সে রব সুরিয়ার হতে আসে সুললিত ।
 যথা আছে বহু সংখ্যা গঠন মসৃজিত ॥
 হেথার বালক ত্রস্ত হয়ে চমকিত ।
 কুসুমের লব্যা ত্যাগ করে আচরিত ॥
 সৌরভে বেষ্টিত তথা দুর্বাদল স্থলে ।
 জ্বল পতি সেই কণে বসিল ভূতলে ॥
 অতি তর্কি ভাবে বসি করে হেট মুখে ।
 দৃষ্টির নিভা নাম উচ্চারণ মুখে ॥

পুনরপি হস্ত যুগ করি উত্তোলন ।

উদ্ধ দৃষ্টি করি করে ঈশ্বরে স্মরণ ॥

দেখি জ্ঞান হয় কোন দৈব-লোকবাসী ।

উপস্থিত এই মাত্র ধরাতলে আসি ॥

আবাসে যাইতে পুনঃ করেছে মনন ।

উদ্যত হয়েছে তাই করিতে গমন ॥

হায় সেইকালে কিবা হয়েছিল শোভা ।

সে আকাশ সে বালক কিবা মনোলোভা ॥

দৃশ্য অতি মনোহারী কার সাধ্য বলে ।

দেখিলে সে কেবা আছে মন নাহি উলে ॥

দুর্ভাগ্য মনুষ্য ছিল অমন করিয়ে:

অবাক হইল তবে বালকে হেরিয়ে ॥

স্মরণ হইল তার পাপ কর্ম যত ।

চিরদিন স্রুত যাহে ছিল অবিরত ॥

উখলিল মনে তার দুখ পারাবার ।

হৃদয়ে উদয় আনি বাতনা অপার ॥

ভাবে কোন খানে নাহি দাঁড়াইতে স্থান ।

না হয় দয়ার পাত্র তিল পরিমাণ ॥

কালটক নির্দেশ করি যার নম্র মরি।
 প্রকাশ করি। কহে যদুবারে পতি ॥
 দানক হিলাস যবে নারি জানি কেন।
 নারি জানিতার তবে অধর্মের লেশ ॥
 কোন লোভ। নারি ছিল পবিত্র আচার।
 বিশ্বস্তের প্রতি করিতাম আনিবার ॥
 কিছু হার এখন কি বাকি আছে মুখ।।
 বলিতে বলিতে গেসে হল হেউ মুখ ॥
 উৎকর্ষ প্রদান বড় মনোব্রতি ছিল।
 সুখ তার তারি সব কাণ্ড হইল ॥
 একবারে আমি তার মনে উপনীত।
 হৃদয় হইয়া যেন পুন প্রকলিত ॥
 রাখিতে না পারি আর চক্ষে বহে নীর
 কানিতে লাগিল অতি কইয়া অধির ॥
 অকৃত্যে মদনেত যের কীরণে।
 পতির প্রতি তার উপদ্রব হল ॥
 তার প্রকাশের সঙ্গে করি অধেয়ন।
 বিদ্রোহ আসল লস প্রায় হল মন ॥

সে বারি সুখের স্রোত বহে অনিবার ।

পাপীর মনেতে করে সন্তোষ সঞ্চার ॥

পরী কহে চন্দ্রলোকে আছে দস্ত মার।

আশ্চর্য্য তাহার গুণ অতি চমৎকার ॥

খরতর জ্যৈষ্ঠ নামে যথায় মিসর * ।

বরিসণ হয় তাহা ধরণি উপর ॥

যে সময়ে সেই স্থানে বরিসণ হয়।

অমনি সেখানে আর রোগ নাহি রয় ॥

কি আকাশ পরাতল দেখি সর্ব্ব তাঁই ।

স্বাঙ্গী বিনা সেখানেতে আর কিছু নাই ॥

সেইরূপ পাড়ি চক্ষে অনুতাপ জন ।

তোমার অন্তর আশ্রয় করেছে শীতল ॥

অগ্নিসম দখকারী মনের গরল ।

করেছে মোচন এক বিন্দু স্বর্ণ জন ॥

হের দেখ সেই জন কত ভক্তিভাবে ।

বালকের পার্শ্বে বসি ভবনাথে ভানে ॥

সূর্য্যদেব সম করে প্রকাশন প্রভা ।

কিবা দোষী নির্দোষী দোহে পায় আভা ॥

স্বর্গেতে মঙ্গল ধনি করে দেবগণ ।
 পাপীর হইল দেখি পাপ বিমোচন ॥
 রক্তবর্ণ ভানু যান অদৃশ্য হইয়ে ।
 তবুও এখনো আছে দুজনে বসিয়ে ॥
 আলৌকিক জ্যোতি এক প্রকাশে তখন
 চন্দ্র সূর্য আভা কছু না হেরি এমন ॥
 যথায় বসিয়া সেই মানব দুঃখিত ।
 তার চক্ষু জলে রশ্মি পড়িল স্থিরিত ॥
 মনুষ্য যদিপি কেহ আলোক হেরিত ।
 কোন গ্রহ হতে আসে মনেতে ভাবিত ॥
 কিন্তু পরী পূর্বে হতে জানে সব ভাল ।
 বুঝিতে পারিল কোথা হতে আসে আলো
 জানিল সে স্বর্গ হতে স্বর্গ দূতগণ ।
 হাসিতেছে তার এই পড়েছে কিরণ ॥
 স্বর্গ-প্রিয় বস্তু হেন নয়নের জল ।
 ইহাতে পরীর আশা হইবে সফল ॥
 এল আনন্দের দিন হল চির সুখ ।
 অবসান হল শ্রম গেল সব দুখ ॥

হারি পার হব আর নাহি দুঃখ লেশ ।
 সুখেতে স্বর্গের মতো করিব প্রবেশ ॥
 আমি গম্য নিরুপমা দেবা আর আছে ।
 ধনা আমি অতি সুখী সভাকার কাছে ॥
 কি সুন্দর মনোহর আমার উদ্যান ।
 কি দিব তুলনা তার না পাই যক্ষান ।
 আছে নর্ত্তো নানা স্থানে প্রসাদ নিমিত্ত
 অপূর্ণ রচিত আর রতন খচিত ॥
 পুষ্পোদ্যান আছে নানা রকম কেহারা ।
 সুসহ্য সুমন তাহে গন্ধ বলিহারি ॥
 এ সকলে আর মম নাহি প্রয়োজন ।
 নন্দন যে গন্ধ আর নাহি চায় মন ॥
 আজি আছে আমি কানি প্রেমের নিশাস ।
 স্থায়ী কহু নয় এতেনা হয় বিশ্বাস ।
 এখন আমারে বল কেবা পার আর ।
 স্বর্গস্থিত বৃক্ষগণ ভোগেতে আসার ॥
 চিরস্থায়ী যার গন্ধ রহিলে প্রচুর ।
 নিত্যকাল রবে সদা গন্ধ ভুর ভুর ॥

বলিছে নশ্বর পুষ্প শুনহে সকল ।
 কত দিন গল দেশ করেছ উজ্জ্বল ॥
 তোমা সভাকারে আমি আর নাহি চাই
 মর্ত্যলোকে হেয়োগিয়ে স্বর্গলোকে যাই ।
 এল আনন্দের দিন হল চির সুখ ।
 অবসান হল শ্রম গেল সব দুখ ॥
 দ্বার পার হব আর নাহি দুঃখ লেশ ।
 সুখেতে স্বর্গের নব্যে করিব প্রবেশ ॥
 সমাপ্তঃ ।

